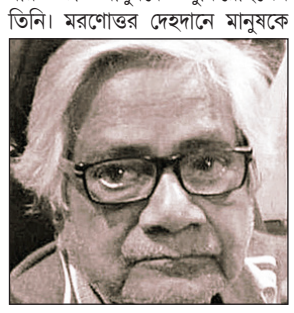

গঙ্গায় মৃতদেহ

আলাপনের ফোন বিহারের মুখ্যসচিবকে

কলকাতা, ১৩ মে : গঙ্গায় ভেসে আসা মৃতদেহ আটকে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বৃহস্পতিবার এ রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করলেন বিহারের মুখ্যসচিবকে। উত্তরপ্রদেশে যেভাবে করোনা রোগীদের মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে এ রাজ্যের সরকার প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। সোমবার বিহার ও মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ ছবি দেখা গিয়েছিল। বিহার প্রশাসন জানিয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ থেকে ওইসব মৃতদেহ ভেসে এসেছে। এই মৃতদেহ যাতে পশ্চিমবঙ্গে না ভেসে আসতে পারে, সেই ব্যাপারে বুধবারই মালদা জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্রকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল।

মৃতদেহ ভেসে আসা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমও। গঙ্গার জল পলতা ও গার্ডেনরিচে পরিশ্রুত হয়ে কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হয়। ফিরহাদ বলেন, 'নদীতে ভাসমান দেহের সংস্পর্শে এসে যদি কোনও জলচর প্রাণীর মাধ্যমে দূষণ ছড়ায়, তাহলে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া খুবই কঠিন। আমার খুব ভয় হচ্ছে, বিহার ও আমাদের রাজ্যে গঙ্গার জলই পরিশ্রুত করে পানীয় জল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এখন এভাবে নদীতে করোনা সংক্রামিত লাশ ভাসলে সেই দূষণ কীভাবে আটকানো যাবে।'

মুর্শিদাবাদে সভাধিপতির ইস্তফা

কলকাতা, ১৩ মে : অনাস্থা আনার হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মোশারফ হোসেন ওরফে মধু। জেলা রাজনীতিতে তিনি এক সময় শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শুভেন্দু তৃণমূল ছাড়ার পর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে ইস্তফা দেননি। বিধানসভা ভোটে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে নওদা কেন্দ্র থেকে লড়াই করে হেরে যান। বুধবারই মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভাপতি আবু তাহের খান ঘোষণা করেন, ২৪ মে মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। এরপর বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি জেলা শাসকের কাছে তাঁর ইস্তফা পাঠিয়ে দেন।

এদিন মোশারফ বলেন, 'মানুষের রায় মাথা পেতে নিতে হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস অনেকটাই জমি হারিয়েছে। এই অবস্থায় আমার জেলা সভাধিপতির পদ ধরে রাখা উচিত নয় বলে মনে করি। তাই আমি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অক্সিজেন সমস্যা মেটাতে কমিটি

কলকাতা, ১৩ মে : রাজ্যে অক্সিজেনের সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করল রাজ্য। এই কমিটি হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ ও অক্সিজেনের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নজরদারি চালাবে।

এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রতিদিন ৫৫০ মেট্রিক টন অক্সিজেনের প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্র থেকে রাজ্য প্রতিদিন ৩০০ মেট্রিক টনের কিছু বেশি অক্সিজেন পাচ্ছে। সেই কারণেই বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করার দাবিতে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ওই চিঠির কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। অক্সিজেনের সমস্যা মেটাতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনাও নিয়েছে রাজ্য। সেইমতো কয়েকটি জায়গায় প্ল্যান্ট বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। নতুন কমিটি এই বিষয়গুলি দেখভাল করবে।

পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে বৈঠক ডাকার জন্য বলেছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দিতে উদ্যোগী রাজ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মে : পরিযায়ী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কতজন পরিযায়ী শ্রমিক এই রাজ্যে রয়েছেন, তার তালিকা তৈরি করছে শ্রম দপ্তর। এই শ্রমিকদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই ব্যাপারে শ্রম দপ্তরকে উদ্যোগী হতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। অন্তত ৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে এখন কাজ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারই নব মহাকরণে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন শ্রম দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। কতজন পরিযায়ী শ্রমিক এখন এই রাজ্যে আছেন, তার তালিকা দ্রুত জমা করতে এদিনই জেলা প্রশাসনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকা হাতে পাওয়ার পর দ্রুত তাঁদের বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত করা হবে।

একইসঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসা শ্রমিকরা এই আবাসনে থাকতে পারবেন। আবাসন দপ্তর এই প্রকল্পের জন্য জমি খোঁজা শুরু করেছে। এর ফলে প্রচুর শ্রমিক উপকৃত হবেন। কারণ, ভিন জেলা থেকে কলকাতায় আসা শ্রমিকদের কেউ ঝুপড়ি করে আবার কেউ বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। তার ফলে তাঁদের সমস্যা হয়। আবাসনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা জমি খুঁজছি। রেলমন্ত্রক ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা জমি চেয়ে অনুরোধ করছি। রেল ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক ফাঁকা জমি রয়েছে। সেই জমি পেলে দ্রুত আবাসন তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর লকডাউনে প্রায় ১০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। শ্রম দপ্তরের হিসেব, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে বহু শ্রমিক বাইরে কাজ করতে যান। তারপরেই রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলার পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। তাই এই সমস্ত জেলার জেলা শাসকদের দ্রুত তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। তালিকা তৈরির পর পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের সঙ্গে শ্রম দপ্তর আলোচনা করবে। শ্রমিকদের বাড়ির কাছাকাছি কোনও সরকারি প্রকল্পের কাজে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেখানে কোনও প্রকল্পের কাজ না থাকলে তখন তাঁকে অন্যত্র কাজের জন্য পাঠানো হবে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পেই তাঁদের যাতে নিযুক্ত করা যায়, তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

শ্রম দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'চলতি আর্থিক বছরে প্রচুর নতুন রাস্তা, সেতু, কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব হাতে নেওয়া হয়েছে। ভোটের জন্য সেগুলির কাজ এখনও শুরু হয়নি। ওই প্রকল্পগুলি চালু হলে স্থানীয় শ্রমিকদের সেখানে কাজে নেওয়া হবে। এছাড়া সেচ দপ্তরও প্রচুর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সেখানে ওই শ্রমিকদের নেওয়া হবে।'

শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমরা অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে ডেটা ব্যাংক তৈরি করছি। ওই ব্যাংক তৈরি হয়ে গেলেই সংশ্লিষ্ট জেলার আধিকারিকদের প্রয়োজনমতো নির্দেশ পাঠানো হবে। এই রাজ্যের শ্রমিকদের যাতে কাজের জন্য বাইরে যেতে না হয়, সেটাই আমাদের অগ্রাধিকার।'

তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। শপথ নিয়েই মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'এই সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান।' এবার শিল্প দপ্তরকে বেশি কাজে লাগাতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে শিল্প দপ্তরের মাথায় একটি 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি' গঠন করে বসানো হচ্ছে। ওই কমিটিতে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীর প্রধান ও বিশেষজ্ঞরা থাকছেন। রাজ্যে শিল্প স্থাপনে ওই কমিটি কাজ করবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রথমেই সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতি কেটে গেলে কর্মসংস্থান ও জনমুখী প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অগাস্ট মাসেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ফের বসবে। যাঁরা এখনও স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেননি, তখন তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। একইসঙ্গে শ্রম দপ্তরকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিসংখ্যান সম্বলিত রিপোর্ট দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। শ্রম দপ্তরের কর্তারা বলেছেন, এই রাজ্যে আংশিক লকডাউন থাকলেও মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে সম্পূর্ণ লকডাউন চলছে। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশ সেখানে কাজে গেলেও ফের তাঁদের ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

অগ্রাধিকার

- ৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে
- রাজ্যে কত পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন তার তালিকা তৈরি করছে শ্রম দপ্তর
- বিভিন্ন প্রকল্পে যোগ্যতা অনুযায়ী এই শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হবে
- কলকাতায় এই শ্রমিকের জন্য আবাসন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

> এই রাজ্যের শ্রমিকদের যাতে কাজের জন্য বাইরে যেতে না হয়, সেটাই আমাদের অগ্রাধিকার।
>
> – বেচারাম মান্না *শ্রমমন্ত্রী*

এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে সংক্রামিত মা ও মেয়ে। বৃহস্পতিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

পরীক্ষা কম, করোনা ছড়াচ্ছে গ্রামাঞ্চলেও

কলকাতা, ১৩ মে : কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজ্যে দৈনিক ৫৫ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছিল। গত কয়েকদিনে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়ে দৈনিক ৭০ হাজার করা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকমহল এখনও মনে করছেন, এই সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে করোনা পরীক্ষা অবিলম্বে অনেকটাই বাড়ানো দরকার। এরাজ্যের রাজধানী শহর কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতে বরাবরই সংক্রমণের হার অনেক বেশি। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় ঢেউয়ে গ্রামাঞ্চলে সংক্রমণের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্রামাঞ্চলে করোনাবিধি মেনে চলা সম্পর্কে মানুষ এখনও গাছাড়া মনোভাব নিয়ে চলছেন। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনের জন্য শহরের বহু মানুষ গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করেছেন। সেখানকার মানুষও ব্রিগেড সহ বড় বড় সভাস্থল ভরাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। সেখান থেকেই ভিড়ে মেশামেশি হয়ে করোনা সংক্রমণ ব্যাপক আকার নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় টেস্ট কিটের অপ্রতুলতার কারণে ও পরীক্ষা করাতে অনীহার জন্য বিপদ অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। উপসর্গহীন বা কম উপসর্গের সংক্রামিতরা আদৌ পরীক্ষা করাননি বা নিভৃতবাসে যাননি। এর ফলে তাঁরা ব্যাপকভাবে করোনা ছড়ানোয় সাহায্য করেছেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী অবশ্য দাবি করেছেন, জেলাগুলিতে রোগীদের দ্রুত চিহ্নিত করতে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়েছে। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে খোঁজখবর রাখতে কয়েক লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জেলার ডাক্তারদের করোনা রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের আহ্বায়ক ডাক্তার পুণ্যব্রত গুন বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রামিতদের চিহ্নিতকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে করোনা ছড়ানো বন্ধ করা যাবে না। মাস্ক পরা নিয়ে মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে। সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে আরও গতি আনতে হবে।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার কমবয়সি ও শিশুরাও সংক্রামিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের সঙ্গে যুক্ত মাইক্রো বায়োলজিস্ট সুমন পোদ্দার বলেন, 'এবার শিশুরাও সংক্রামিত হচ্ছে। এটাই চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয় সরকারের উচিত সবার জন্য টিকাকরণের ব্যবস্থা করা। এব্যাপারে আমরা যদি দেরি বা দ্বিধা করি তাহলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।'

রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড গড়ছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে ২০,৮৩৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এর পাশাপাশি অবশ্য ১৯,১৮১ জন সুস্থ হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১২৯ জনের। রাজ্যে দৈনিক করোনা পরীক্ষার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ৭০,৪৭৩ করা হয়েছে।

মৃত ছেলের দেহ আগলে মা

কলকাতা, ১৩ মে (সংবাদ) : ফের মর্মান্তিক এক ঘটনার খবর সামনে এল। কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানার বেহালার চন্দ্রপল্লিতে। সেখানে এক বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে নিয়ে থাকেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ বৃদ্ধা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মেজো ছেলে থাকলেও অন্য ছেলেরা বাইরে বসবাস করেন। সম্প্রতি মেজো ছেলে করোনা সংক্রামিত হন এবং গত দু'দিন যাবৎ তাঁকে প্রতিবেশীরা কেউ দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হয়। এদিন সকালে তারা খবর দেন স্থানীয় থানায়।

পুলিশ গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পায় মৃত ছেলের দেহ আগলে ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় বৃদ্ধা জানান, গত দু'দিন যাবৎ তাঁর ছেলের শরীরে প্রাণ নেই। তিনি অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ পাননি। কিন্তু যেহেতু তাঁর ওঠার শক্তি নেই, তাই বাইরের কাউকে ডাকতেও পারছেন না। এরপর পুলিশ দেহটি সৎকারের জন্য এবং বৃদ্ধাকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

হিংসা দেখতে বর্ধমানে তপশিলি কমিশন

কলকাতা ও বর্ধমান, ১৩ মে : রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ক্রমেই চাপ বাড়াচ্ছে কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের টিম। এবার রাজ্যে দলিতদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠায় জাতীয় তপশিলি কমিশনের প্রতিনিধিরাও এই রাজ্যে এলেন।

পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভোট পরবর্তী হিংসার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় তপশিলি জাতি কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয় সাম্পলা। সাম্পলা এদিন ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার সহ ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে নবগ্রামে পৌঁছান। প্রতিনিধিরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিহত বিজেপি কর্মী কাকলি ক্ষেত্রপালের বাড়িতে যান। কিন্তু কারও সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি। প্রতিনিধিরা বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতেই কেন যাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তৃণমূলের নেতারা এই সফরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন।

পরে বর্ধমান সার্কিট হাউসে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে জেলা শাসক প্রিয়াঙ্কা শ্রিংলা সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সাম্পলা জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে হবে। মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কী ব্যবস্থা নেওয়া হল সেই বিষয়ে ভাইস চেয়ারম্যান এক সপ্তাহ বাদে এসে দেখে যাবেন বলে এদিন জেলা প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়ে দেন চেয়ারম্যান বিজয় সাম্পলা।

অন্যদিকে, তপশিলি জাতি কমিশনের প্রতিনিধিদের জেলা সফর পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা পক্ষপাতদুষ্ট, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে থাকেন। এদিন বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেন। শুক্রবার তপশিলি কমিশনের প্রতিনিধিরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় যাবেন বলে আপাতত ঠিক আছে।

বর্ধমানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা।

দেহদান আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্রজ রায় প্রয়াত

কলকাতা, ১৩ মে : মৃত্যুর পর যাতে মৃতের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করে আরও অনেকের প্রাণ বাঁচানো যায় সেজন্য দেহ ও অঙ্গদান আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন ব্রজ রায়। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বৃহত্তর ক্ষেত্রে পূর্ণ হলেও নিজের শরীর অন্যের কাজে লাগাতে পারলেন না। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। করোনা সংক্রামিত হওয়ায় তাঁর দেহ আর দান করা হয়ে উঠল না।

ব্রজবাবু এরাজ্যে দেহদান ও অঙ্গদান আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুর পরে দেহ বা অঙ্গদানের মাধ্যমে যে অমরত্ব পাওয়া যায় তা মানুষকে বুঝিয়েছিলেন তিনি। মরণোত্তর দেহদানে মানুষকে উৎসাহিত করতেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'গণদর্পণ' নামে একটি সংগঠন। তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দীর্ঘ বাম আন্দোলনের ইতিহাস। অনন্ত সিংহদের বামগোষ্ঠী 'ম্যান-মানি-গান'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন ব্রজবাবু। বেশ কিছুদিন জেলবন্দি থাকার পর তিনি মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর সঙ্গেও বহুদিন যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আজীবন সশস্ত্র বাম আন্দোলনে বিশ্বাসী ব্রজবাবু দেহ ও অঙ্গদান আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে, মৃত্যুর পর দেহ দাহ করাই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু তার বদলে দেহদান করলে মৃতের দান করা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে অনেককে নতুন জীবন দেওয়া যেতে পারে এই ভাবনা থেকেই গণদর্পণের জন্ম। তাঁর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মরণোত্তর দেহদান করেছিলেন।

৭ মে অসুস্থ হয়ে ব্রজবাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, তিনি করোনা পজিটিভ। এদিকে গণদর্পণের সম্পাদক শ্যামল চট্টোপাধ্যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ব্রজবাবুর দেহ গবেষণার জন্য ময়নাতদন্তের আবেদন জানিয়েছেন।

কিষান সম্মাননিধি প্রকল্প

মোদির প্রতিশ্রুতির প্রথম কিস্তি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মে : ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের কৃষকদের অর্থ সাহায্য করা নিয়ে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিলেও সবাই তা পাচ্ছেন না। এমনকি রাজ্য সরকার তার 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পে যে বিশাল সংখ্যক কৃষককে অর্থ সাহায্য করছে তার ধারেকাছে আসে না প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধির আর্থিক সহায়তা। কেন্দ্র জানিয়েছে, 'শুক্রবারই রাজ্যের ৭ লক্ষ কৃষক এই যোজনার প্রথম কিস্তির ২০০০ টাকা পেতে চলেছেন। আগামীকাল কৃষক সম্মাননিধির ১৯ হাজার কোটি টাকা বণ্টন করবে কেন্দ্র। দুপুরের আগেই এই টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাওয়ার কথা। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রের টাকা না এলে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে কৃষকদের জন্য কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য নিতে রাজি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে রাজ্যের কৃষি দপ্তর। এ পর্যন্ত প্রায় ৭ লক্ষ কৃষকের নাম কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে তুলতে পেরেছে রাজ্য সরকার। এবার পোর্টালে দেওয়া ওই সব নথি যাচাই করে কেন্দ্র রাজ্যের কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধির টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে।

কিষান সম্মাননিধি প্রকল্প নিয়ে বিধানসভা ভোটে রাজ্যকে দুষেছিলেন বিজেপি নেতারা। ভোটের পর রাজ্য সরকার এই ইস্যুতেই কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। চলতি মাসের মধ্যে কেন্দ্র এই টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে না পাঠালে রাজ্য কৃষি দপ্তর ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষকদের খোলা চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনাদের প্রাপ্য বকেয়ার জন্য আমরা লড়াই করব।' তিনি লিখেছেন, 'আপনারা জানেন, এ রাজ্যে আমরা সব কৃষকের জন্য ২০১৮ সালে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের টাকায় কৃষকবন্ধু প্রকল্প চালু করেছি। যা দেশের মডেল। ২০১৯ সালে চালু হয়েছিল পি এম কিষান প্রকল্প। তুল্যমূল্য বিচারে আমাদের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে সুযোগসুবিধা অনেক বেশি। এতে ভাগচাষি, বর্গাদারেরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভবিষ্যতে এর সুযোগসুবিধা আরও বাড়ানো হচ্ছে।'

এখন প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষকের জন্য অর্থ সাহায্য করছে প্রতি বছর, সেখানে কৃষকদের জন্য কেন্দ্রের এই অর্থ সাহায্য মাত্র প্রায় ৭ লক্ষ কৃষকের জন্য। কেন? এই বিষয়ে রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা সম্পদরঞ্জন পাত্র জানান, 'প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধির টাকা কৃষকদের পেতে হলে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করা দরকার। শর্তের মধ্যে রয়েছে কৃষক আয়কর দিলে তিনি অর্থ সাহায্য পাবেন না। কৃষকরা চাকরি বা অন্য পেশায় যুক্ত থাকলে তিনি অর্থ পাবেন না। বর্গাদার বা ভাগচাষিরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। এরকম আরও কিছু শর্ত রয়েছে।' সবকিছু খতিয়ে দেখেই প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার প্রায় ৭ লক্ষ কৃষকের নামের তালিকা কেন্দ্রের পোর্টালে তুলেছে। এবার কেন্দ্র ওই নথি খতিয়ে দেখে আর্থিক সাহায্য পাঠাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা হিসেবে তিন বছরে মোট ১৮ হাজার টাকা পাবেন বাংলার কৃষকরা। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে প্রায় ৭ লক্ষ কৃষকের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। কেউ যাতে বাদ না পড়ে তাও দেখছে দপ্তর। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেন, এ ব্যাপারে যা যা করণীয় তা রাজ্য সরকার করে ফেলেছে।

কৃষকদের জন্য

- কথা ছিল বছরে ৬ হাজার হিসেবে মোট ১৮ হাজার মিলবে
- মিলছে কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ২ হাজার
- আজই এই টাকা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা
- প্রাথমিকভাবে প্রায় ৭ লক্ষ কৃষক এই টাকা পাবেন

অর্জুন সিংয়ের গলায় ফের বেসুরো মন্তব্য

কলকাতা, ১৩ মে : বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বেসুরো মন্তব্য শোনা গিয়েছিল ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের গলায়। বৃহস্পতিবার ফের পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকায় সরব হলেন এই বিজেপি সাংসদ।

বুধবার রাতে সাংসদের বাড়ির সামনে বোমা পড়ে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি এই ব্যাপারে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অর্জুন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার শুধু আইন দেখাচ্ছে, সংবিধান দেখাচ্ছে। তদন্ত করছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তদন্ত শেষ হতে অনেক কিছু হাতের বাইরে চলে যাবে।

এবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। অর্জুন সিংয়ের এলাকার সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর ছেলে পবন সিং জয়ী হতে পেরেছেন। বাকি ছ'টি আসনই তৃণমূলের দখলে গিয়েছে। অথচ গত লোকসভা ভোটে এই সাতটির ছ'টি কেন্দ্রেই বিজেপি এগিয়েছিল। এমনকি এবার মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায় তাঁর বীজপুর কেন্দ্রে হেরে গিয়েছেন। তারপর থেকেই এলাকার বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর আগে অর্জুন অভিযোগ করেছিলেন, 'গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণের ভোটে জয়ী হয়েছি। কিন্তু জনগণকে রক্ষা করতে পারছি না। তাহলে জনপ্রতিনিধি থেকে লাভ কী? এর থেকে ইস্তফা দেওয়া ভালো।' অর্জুনের হঠাৎ এই বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পিছনে কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করছে কি না তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। ফের বুধবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে বোমাবাজির পর অর্জুন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হওয়ায় ওই জল্পনা নতুন করে ইন্ধন জুগিয়েছে।

> গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণের ভোটে জয়ী হয়েছি। কিন্তু জনগণকে রক্ষা করতে পারছি না। তাহলে জনপ্রতিনিধি থেকে লাভ কী? এর থেকে ইস্তফা দেওয়া ভালো।
>
> – অর্জুন সিং *বিজেপি সাংসদ*

ভূগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ারে টান

বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ মে : রাজ্যের ৬২টি ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ওই এলাকাগুলিতে অবিলম্বে সেচ ও পানীয় জলের জন্য ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের জলের ওপর নির্ভর করে প্রকল্প বানাতে নির্দেশ দিলেন জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার পর বৃহস্পতিবারই প্রথম তাঁর দপ্তরে যান মানস। সেখানে পদস্থ কর্তা ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকের পরে মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে ৫২.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। তার মধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে সেচের দায়িত্বে রয়েছে আমার দপ্তর। রাজ্যের মোট ৩৪২টি ব্লকের মধ্যে ৩০টি ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ারের হাল খুবই খারাপ। ৩২টি ব্লকের অবস্থা মাঝারি। এই ৬২টি ব্লকে সেচ ও পানীয় জলের জন্য আর ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভর করা যাবে না। তাই এইসব এলাকার নদী, পুকুর ও বৃষ্টির জলের ওপর সেচ ও পানীয় জলের জন্য আগামীদিনে আমাদের নির্ভরশীল থাকতে হবে।'

রাজ্যের নদীনালাগুলি বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। মন্ত্রী জানান, এই বিপুল পরিমাণ জলরাশি কীভাবে ধরে রেখে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায় সেদিকে আগামীদিনে নজর দেওয়া হবে। বর্ষার জল ধরে রাখতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার পুকুর কাটা হয়েছে।